গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ প্রকৌশলী সমিতি

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
রমনা, ঢাকা-১০০০।

সংশোধিত - ফেব্রুয়ারী, ২০১৯

গঠনতন্ত্র

সূচীপত্র

			বিষয়	পৃষ্ঠা
ধারা	১।		নামকরণ ও অবস্থান	১
ধারা	২।		উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম	২
ধারা	৩।		সদস্য পদ	৩
ধারা	৪।		সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্ব	৪
ধারা	৫।		সাংগঠনিক কাঠামো	৪
ধারা	৬।		সাধারণ পরিষদ	৪
ধারা	৭।		কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ	৪
ধারা	৮।		ইউনিট ও শাখা পরিষদ	৫
ধারা	৯।		উপ-পরিষদ	৬
ধারা	১০		বিভিন্ন পরিষদের কার্যকাল	৬
ধারা		১১.১)	সাধারণ পরিষদ	
		১১.২)	কেন্দ্রীয় কার্যপরিষদ	
		১১.৩)	ইউনিট পরিষদ	
		১১.৪)	শাখা পরিষদ	
		১১.৫)	উপ-পরিষদ	
		১১.৬)	নির্বাচনী পরিষদ	
ধারা	১২।		কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা	৭
ধারা	১৩।		শাখা পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা	৮
ধারা	১৪।		তহবিল সংগ্রহ	৯
ধারা	১৫।		ভর্তি ফি ও চাঁদা	৯
ধারা	১৬।		তহবিল খরচ	৯
		(১৬.১)	কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের তহবিল খরচ	
		(১৬.২)	ইউনিট ও শাখা পরিষদের তহবিল খরচ	
ধারা	১৭।		হিসাব রক্ষণ ও পরীক্ষা	১০
		(১৭.১)	কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের হিসাব রক্ষণ ও পরীক্ষা	
ধারা	১৮।		বিভিন্ন পরিষদের সভা	১১
		১৮.১)	সাধারণ পরিষদ	
		১৮.২)	কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ	
		১৮.৩)	ইউনিট ও শাখা পরিষদ	

		১৮.৪)	সভা পরিচালনা	
			নির্বাচন	১২
		(১৯.১)	কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন	
		(১৯.২)	ইউনিট ও শাখা পরিষদ নির্বাচন	
ধারা	২০		কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যপদ বিলুপ্তি বা এর সদস্য পদ বাতিল	১৪
ধারা	২১		পুনরায় ভর্তি	১৫
ধারা	২২		সম্পত্তি ও ধার	১৫
ধারা	২৩		গঠণতন্ত্রের অনুমোদন, সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন	১৫
ধারা	২৪		কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	১৫

বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ প্রকৌশলী সমিতি

গঠনতন্ত্র

ধারা ঃ ১। নামকরণ ও অবস্থান ঃ

১.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের P.O.59 of 1972 এর প্রজ্ঞাপনে গঠিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পরবর্তীতে ঐ সংস্থাদ্বয় হতে প্রতিষ্ঠিত অন্য সকল সংস্থা/প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে গঠিত এই সংগঠনের নাম হবে ঃ

১.১.১ বাংলায় "বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ প্রকৌশলী সমিতি" সংক্ষেপে ঃ "বাপাবিপ্রস"

১.১.২ ইংরেজীতে " BANGLADESH WATER AND POWER ENGINEERS ASSOCIATION" সংক্ষেপ "BWPEA"

১.২ নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন উইংয়ের প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে গঠিত এই গঠণতন্ত্রে শুধু "সমিতি" নামেই অভিহিত হবেঃ

১.২.১ পানি উইং বলতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড, যৌথ নদী কমিশন এবং ভবিষ্যতে সৃষ্ট অনুরূপ সংস্থায় কর্মরত প্রকৌশলীদের একত্রিত ভাবে বুঝাবে।

১.২.২ বিদ্যুৎ উইং বলতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী (ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ, ~~পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ~~ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিসট্রিবিউশন কোম্পানী, নর্দান ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ ও ভবিষ্যতে সৃষ্ট অনুরূপ কোম্পানী); বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানী (আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ ও ভবিষ্যতে সৃষ্ট অনুরূপ কোম্পানী); বিদ্যুৎ সঞ্চালন কোম্পানী (পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ ও ভবিষ্যতে সৃষ্ট অনুরূপ কোম্পানী) ~~ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী এবং ভবিষ্যত সৃষ্ট অনুরূপ কোম্পানী~~ তে কর্মরত প্রকৌশলীদের একত্রিতভাবে বুঝাবে।

১.৩ এই গঠণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠান বলতে ঃ

১.৩.১ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো), নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট (নগই), পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড (হাজউবো), যৌথ নদী কমিশন (জেআরসি), এবং ভবিষ্যতে সৃষ্ট অনুরূপ সংস্থাকে ~~এর প্রকৌশলীদের একত্রিতভাবে~~ বুঝাবে।

১.৩.২ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিসট্রিবিউশন কোম্পানী, নর্দান ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ, আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ এবং পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) পশ্চিমাঞ্চল বিতরণ কোম্পানী (ওজোপাডিকো), ভবিষ্যতে সৃষ্ট অনুরূপ কোম্পানী, আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোং কোম্পানী লিঃ (এপিএসসিএল), ও ভবিষ্যতে সৃষ্ট অনুরূপ কোম্পানী/সংস্থা কে এবং পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) একত্রিতভাবে বুঝাবে।

১.৩.৩ ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী (ডেসকো) এবং ভবিষ্যতে সৃষ্ট অনুরূপ কোম্পানীকে একত্রিতভাবে বুঝাবে।

১.৪ সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকায় এবং ইউনিট/শাখা কার্যালয়গুলো বাংলাদেশ বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বাংলাদেশের সীমানা সমিতির কার্যক্ষেত্রের সীমানা হিসাবে বিবেচিত হবে।

১.৫ সমিতি ভূক্ত হবার পদ্ধতি ঃ

P.O.59 of 1972 এর প্রজ্ঞাপনে গঠিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পরবর্তীতে ঐ সংস্থাদ্বয় হতে প্রতিষ্ঠিত অন্য সকল সংস্থা/প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রকৌশলীগণ সমিতি ভূক্ত হতে চাইলে ঐ প্রতিষ্ঠান/সংস্থা-এর এডহক কমিটি/আহ্বায়ক কমিটি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ এর নিকট আবেদন /প্রস্তাব করবে। তবে উক্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় ন্যুনতম ২৫ জন সদস্য থাকতে হবে। ঐ প্রস্তাব সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত হতে হবে। যা পরবর্তীতে সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে অনুমোদিত হবে।

ধারা ২। উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম

২.১ সমিতির উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

২.১.১ বাংলাদেশের সেচ, পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পনা ও নদী গবেষণাসহ সার্বিক পানি সম্পদ প্রকৌশল কাজ, মরুবিস্তার রোধ, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, নদী ভাংগন, প্রতিরক্ষা, বন্যা ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কার্যাবলী এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ/সরবরাহ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির উন্নয়ন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণ সহ দেশ গঠণমূলক কাজে পানি ও বিদ্যুৎ উইং এর প্রকৌশলীদের সংঘবদ্ধ করণ করা।

২.১.২ প্রকৌশলীদের পেশাগত মান উন্নয়ন করা করণ ।

২.১.৩ প্রকৌশলীদের পেশাগত অধিকার সমুহ সংরক্ষণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন সচেষ্ট হওয়া।

২.১.৪ দেশের উন্নয়ন কাজে নতুন চিন্তাধারা সংযোজন করা এবং সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধন করা।

২.১.৫ সকল কর্মরত প্রকৌশলীদের মধ্যে সুস্পর্ক স্থাপন করা।

২.১.৬ বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক কাজে অংশ গ্রহণ করা।

২.১.৭ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ক্রান্তিকালে রাষ্ট্র এবং জনগণকে সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদান ।

২.২ উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত এক, একাধিক বা সবগুলো পদক্ষেপের ভিত্তিতে সমিতি কাজ করবে।

২.২.১ সমিতির সদস্যগণের একক বা যৌথভাবে ন্যায়সংগত দাবী-দাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা করা, সুপারিশ প্রদান দেয়া, এবং প্রয়োজনে মত আন্দোলন গড়ে তোলা।

২.২.২ সমস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অন্যান্য প্রকৌশলী সংস্থার সমিতি বা যে কোন সমিতির সাথে যৌথভাবে কাজ করা।

২.২.৩ সমিতির উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় সময়োপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ করা।

২.২.৪ সাময়িক পত্রিকা বা বুলেটিন প্রকাশ করা।

২.২.৫ সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা গ্রহণ করা।

ধারা ৩। সদস্য পদ ঃ

৩.১ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ঃ

৩.১.১ প্রকৌশলে স্নাতক অথবা এ, এম, আই, ই-এর সেকশন 'এ' ও সেকশন 'বি' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পানি ও বিদ্যুৎ উইং এর সকল সহকারী প্রকৌশলী ও তদুর্ধ্ব পদের প্রকৌশলীগণ সমিতির সদস্য হতে পারবেন।

৩.২ **সদস্য হওয়ার নিয়ম ঃ** সদস্য হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি সমিতির ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট সদস্য ফর্ম পূরণ করে এবং নির্ধারিত টাকা জমা দিলে সমিতির সদস্য হিসেবে গৃহীত হবেন।

৩.৩ সদস্য পদের বিলুপ্তি ঃ

৩.৩.১ লিখিত অনুরোধ [মেইল/ই-মেইল/এস এম এস] সত্ত্বেও যদি কোন সদস্য চব্বিশ মাস যাবত সমিতির নির্ধারিত চাঁদা না দেন, তবে তাঁর সদস্য পদ বাতিল স্থগিত বলে গণ্য হবে।

৩.৩.২.১ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ যে কোন সদস্যের সদস্যপদ সাময়িকভাবে বা চিরতরে বাতিল করতে পারে যদি উক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে নৈতিক বা চরিত্রগত কোন অপরাধের অভিযোগ আদালতের সর্বোচ্চ বিচারে সত্য বলে প্রমাণিত হয়, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের মতে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি কোন কাজ করলে অথবা উক্ত সদস্যের কোন কাজ সমিতির পক্ষে ক্ষতির কারণ হিসাবে প্রমাণিত হয়।

৩.৩.২.২ যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তাঁকে লিখিতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে।

৩.৩.২.৩ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পরবর্তী সাধারণ সভায় চুড়ান্তভাবে গৃহীত হবে, অন্যথায় তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

৩.৪ সদস্যপদ প্রত্যাহার ঃ

৩.৪.১ যে কোন সদস্য নির্দিষ্ট দিনের সাতদিন পূর্বে সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে তাঁর সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ পরবর্তী সাধারণ সভায় যে কোন সদস্যের সদস্যপদ প্রত্যাহার ঘটনা কারণ সহ বর্ণনা করবেন।

ধারা ৪। সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্ব ঃ

৪.১.১ যে কোন সদস্যের তাঁর জন্য নির্দিষ্ট সভায় অংশ গ্রহণ করার, নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার এবং ভোট প্রদানের অধিকার থাকবে।

৪.১.২ যে কোন সদস্য চাকুরী ও পেশা সংক্রান্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট সুপারিশ করতে পারবেন এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ এক মাসের মধ্যে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সদস্যকে জানাবেন।

৪.১.৩ সমিতির গঠণতন্ত্র মেনে চলা, স্বার্থ ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, হওয়া, পেশার মর্যাদা রক্ষা ও উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া এবং সিদ্ধান্ত মেনে চলা সকল সদস্যদের দায়িত্ব হিসেবে গণ্য হবে।

৪.১.৪ সমিতির প্রতিটি সদস্যের অধিকার এবং দায়িত্ব একান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত এবং কোন মতেই তাঁর নিজের ইচ্ছায় বা আইনের আশ্রয়ে হস্তান্তর করা চলবে না।

৪.১.৫ চাকুরীতে বদলীজনিত কারণে কিংবা সদস্যদের ব্যক্তিগত সুবিধার্থে সদস্যপদ স্থানান্তর করা যাবে।

ধারা ৫। সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

৫.১ সাধারণ পরিষদ

৫.২ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ

৫.৩ ইউনিট পরিষদ

৫.৪ শাখা পরিষদ

৫.৫ উপ-পরিষদ

৫,৬ নির্বাচন পরিষদ

ধারা ৬। সাধারণ পরিষদ ঃ

৬.১ সমিতির সকল সদস্য সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদ সমিতির যে কোন ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী থাকবে। বৎসরে সাধারণ পরিষদের অন্ততঃপক্ষে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা ৭। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ

৭.১ সাধারণ পরিষদের দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে সমিতির সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে।

নিম্নলিখিত পদ সমূহ দ্বারা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে।

প্রেসিডেন্ট	০১ জন
ভাইস প্রেসিডেন্ট	০৩ জন ০৫ জন
মহা-সচিব	০১ জন
সম্পাদক	০৩ জন ০৫ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	০৩ জন ০৫ জন

দপ্তর সম্পাদক		০১ জন
প্রচার সম্পাদক		০৩ জন ০৫ জন
তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	০১ জন	
পত্রিকা সম্পাদক	০১ জন	
সহকারী পত্রিকা সম্পাদক	০১ জন	
কোষাধ্যক্ষ		০১ জন
সদস্য		২০ জন ২৬
প্রেসিডেন্ট (পূর্বতন)		০১ জন
মহা-সচিব (পূর্বতন)		০১ জন
		মোট = ৪১ জন ৫৫ জন

ইউনিট পরিষদের চেয়ারম্যান ও সম্পাদকগণ, ইউনিট পরিষদ কর্তৃক মনোনীত সদস্য/সদস্যগণ কোন কোম্পানী/ সংস্থার প্রতি ৫০ (পঞ্চাশ) জন সদস্যের জন্য ০১ (এক) জন হিসাবে এবং শাখা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সম্পাদকগণ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হবেন।

৭.২ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

৭.২.১ প্রেসিডেন্ট ও মহাসচিব দু'জন যথাক্রমে পানি ও বিদ্যুৎ উইং থেকে এবং পরবর্তীবার বিপরীতে ক্রমানুসারে হবেন।

৭.২.২ ভাইস প্রেসিডেন্ট, সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও প্রচার সম্পাদক প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান থেকে ১জন পানি উইং হতে ০২ জন এবং ও বিদ্যুৎ উইং হতে ০৩ জন করে হবেন।

৭.২.৩ সদস্য পদে পাউবো থেকে ৮ জন ও পানি উইং এর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে ০২, বিউবো থেকে ৮ জন এবং ডেসা থেকে ৪ জন ডিপিডিসি হতে ০২ জন, ডেসকো হতে ০২ জন, পিজিসিবি হতে ০২ জন এবং বিদ্যুৎ উইং এর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে ০২ জন হবেন।

৭.২.৪ দপ্তর সম্পাদক, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, পত্রিকা/সহকারী পত্রিকা ও কোষাধ্যক্ষ পানি ও বিদ্যুৎ উইং থেকে পরবর্তীবার বিপরীতে ক্রমানুসারে হবেন।

ধারা ৮। ইউনিট ও শাখা পরিষদ ঃ

৮.১ কোন কোম্পানী/সংস্থায় ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) জন সদস্য কার্যরত থাকলে নির্বাচনের মাধ্যমে ইউনিট পরিষদ গঠন করা যাবে।

৮.২ ঢাকার বাইরে কোন এলাকায়/ জেলায় কমপক্ষে ২০ (বিশ) জন সদস্য কার্যরত থাকলে এবং ৮.১ এ বর্ণিত ইউনিটভুক্ত না হলে সংশ্লিষ্ট এলাকায়/ জেলায় নির্বাচনের মাধ্যমে শাখা পরিষদ গঠন করা যাবে।

৮.৩ ইউনিট/শাখা পরিষদ এই গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে কাজ করবে। সমিতির সকল ব্যাপারে ইউনিট/শাখা পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

নিম্নলিখিত পদ সমন্বয়ে ইউনিট ও শাখা পরিষদ গঠিত হবে।

ইউনিট পরিষদ/শাখা পরিষদ

চেয়ারম্যান	০১ জন
ভাইস চেয়ারম্যান	০২ জন
সম্পাদক	০১ জন
যুগ্ম সম্পাদক	০১ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	০১ জন
কোষাধ্যক্ষ	০১ জন
তথ্য ও গবেষণা প্রচার সম্পাদক	০১ জন
দপ্তর সম্পাদক	০১ জন
সদস্য	০৩ জন ০৬ জন
	মোট = ১১ জন ১৫জন

শাখা পরিষদ গঠণের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও সম্পাদক দু'জন যথাক্রমে পানি ও বিদ্যুৎ উইং থেকে এবং পরবর্তীবার বিপরীতে ক্রমানুসারে হবেন। সদস্য পদে প্রতি উইং থেকে ন্যূনতম ০১ (এক) ০৩ (তিন) জন হতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

ধারা ৯। উপ-পরিষদ

কোন বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী পরিষদ বিভিন্ন সময়ে উপ-পরিষদ নিযুক্ত করতে পারবে। একজন প্রধান সহকারে সর্বাধিক মোট পাঁচজন সদস্য দিয়ে এই উপ-পরিষদ গঠিত হবে। কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই উপ-পরিষদ নির্দিষ্ট দায়িত্ব সম্পাদন করবে।

ধারা ১০। নির্বাচনী পরিষদঃ

১০.১ একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ মোট পাঁচজন ০৭ (সাত) জন সদস্য নিয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচনী পরিষদ গঠিত হবে। নির্দিষ্ট সময়ে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সহ নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সমাধা করাই পরিষদের কাজ। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ পরবর্তী অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনী বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনোনীত করবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনোনীত হবার পর তিনি বাকী চারজন ০৬ জন সদস্য মনোনীত করবেন। একজন পরিষদের সম্পাদক হিসেবে কাজ করবেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাঁর মনোনীত সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন ও প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন করতে পারবেন।

ধারা ১১। বিভিন্ন পরিষদের কার্যাবলী ঃ

১১.১ সাধারণ পরিষদ ঃ সাধারণ পরিষদ কার্যকাল নির্দিষ্ট থাকবে না। সমিতির আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি না হওয়া পর্যন্ত সকল সদস্য সমন্বয়ে গঠিত এই পরিষদ স্থায়ী থাকবে।

১১.২ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ এই পরিষদের কার্যকাল দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের দিন হতে গঠণতন্ত্রের ১৮.১.১ নং ধারা অনুসারে পরবর্তী দ্বিবার্ষিক সম্মেলন পর্যন্ত নির্দিষ্ট থাকবে এবং দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নতুন কমিটিকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিতে হবে। জানুয়ারী শেষ দিনের মধ্যে দ্বিবার্ষিক সম্মেলন করতে ব্যর্থ হলে পহেলা ফেব্রুয়ারী হতে ঐ কমিটি আপনা আপনিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এরুপ ক্ষেত্রে পাউবো এবং বিউবো'র প্রধানগণ

১১.৩ ইউনিট পরিষদ ঃ এই পরিষদের কার্যকাল দায়িত্বভাব নেওয়ার দিন হতে নির্বাচনের মাধ্যমে দায়িত্ব হস্তান্তর করা পর্যন্ত স্থায়ী হবে। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নতুন কমিটিকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিতে হবে।

১১.৪ শাখা পরিষদ ঃ এই পরিষদের কার্যকাল দায়িত্বভার নেওয়ার দিন হতে নির্বাচনের মাধ্যমে দায়িত্ব হস্তান্তর করা পর্যন্ত স্থায়ী হবে। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নতুন কমিটিকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিতে হবে।

১১.৫ উপ-পরিষদ ঃ বিভিন্ন উপ-পরিষদের কার্যকাল কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। প্রয়োজন বোধে এই সময় একবার বৃদ্ধি করা যাবে। নির্ধারিত সময়ের পর কিংবা পূর্বেই দায়িত্ব সম্পাদন করার পর এই উপ-পরিষদ আপনা আপনিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

১১.৬ নির্বাচনী পরিষদ ঃ নির্বাচনী পরিষদ গঠনের পর হতে পরবর্তী সাধারণ সভায় ফলাফল ঘোষণা করা পর্যন্ত এই পরিষদ স্থায়ী থাকবে।

ধারা ১২। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

১২.১ প্রেসিডেন্ট ঃ প্রেসিডেন্ট সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠণতান্ত্রিক প্রধান। তিনি প্রতিটি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। কোন সভায় কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিলে তিনি তা ভোটের মাধ্যমে অধিকাংশের মতানুযায়ী নিষ্পত্তি করবেন। যদি ভোট সমান সংখ্যক হয় তবে সভাপতির রায়-ই ঐ বিষয়ে সভার সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত হবে। তিনি গঠণতান্ত্রিক প্রশ্নে মতবিরোধের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত রায় দিবেন।

১২.২ ভাইস প্রেসিডেন্ট ঃ ভাইস প্রেসিডেন্ট স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট যে উইং হতে নির্বাচিত সে উইংয়ের জৈষ্ঠতম ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্রমানুসারে যে কোন একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট সভাপতির কার্যভার পরিচালনা করবেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন।

১২.৩ মহা-সচিব ঃ তিনি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যনির্বাহী প্রধান। পরিষদের সকল প্রকার দায়িত্বভার আইন শৃংঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তিনি প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করবেন। বিভিন্ন সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁর। তিনি মাঝে মাঝে (বৎসরে অন্ততঃ দুইবার চাররবার) আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করবেন। বিভিন্ন সভায় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যবিবরণী তিনি পরিবেশন করবেন। জরুরী অবস্থায় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে সমিতির স্বার্থে তিনি যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন। অবশ্যই পরবর্তী কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্তটি

অনুমোদিত হতে হবে। তিনি বিভাগীয় সম্পাদকদেরকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কাজের দায়িত্ব অর্পন করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন ব্যর্থতার জন্যে সামগ্রিকভাবে পরিষদ এবং যৌথভাবে মহা-সচিব ও বিভাগীয় সম্পাদক দায়ী থাকবেন। তিনি সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবেন। তিনি গঠণতন্ত্রের অন্যান্য বর্ণিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

১২.৪ সম্পাদক ঃ সম্পাদকগণ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সকল দায়িত্ব বহন করবেন। তিনি মহা-সচিবের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কাজ করবেন। মহা-সচিবের অনুপস্থিতিতে মহা-সচিব যে উইং হতে নির্বাচিত সে উইংয়ের জৈষ্ঠ্যতম সম্পাদক সম্পাদকের মধ্য হতে একজন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

১২.৫ সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ সাংগঠনিক বিষয় সংক্রান্ত স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের সকল দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকবে। সদস্য সংগ্রহ, সদস্য কল্যাণ, নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহ, ইউনিট পরিষদ, শাখা পরিষদ গুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা প্রভৃতি তাঁর দায়িত্ব। এ ছাড়াও গঠণতন্ত্র অন্যত্র বর্ণিত বা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সমূহ পালন করবেন।

১২.৬ দপ্তর সম্পাদক ঃ দপ্তরের সমস্ত কাগজপত্র সংরক্ষণ / রক্ষণাবেক্ষণ, প্রেস-বিজ্ঞপ্তি প্রণয়ন, সমিতির অফিস পরিচালনা করা এবং সকল সভার ধারাবিবরণী লেখা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর দায়িত্ব।

১২.৭ প্রচার সম্পাদক ঃ প্রচার সম্পাদক স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে সমিতির সকল প্রচার কার্যক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন। এতদ্ব্যতীত কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আরোপিত জনসংযোগ সংক্রান্ত দায়িত্বও পালন করবেন।

১২.৮ তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ঃ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করে উন্নয়ন প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা তাঁর দায়িত্ব। এ জন্য সময়ে সময়ে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন করা।

১২.৯. পত্রিকা সম্পাদক ঃ সাময়িক বা নিয়মিত পত্র-পত্রিকা বা বুলেটিন সম্পাদন ও প্রকাশনা এবং সেজন্য লেখা সংগ্রহ করা তাঁর দায়িত্ব।

১২.১০ সহকারী পত্রিকা সম্পাদক ঃ পত্রিকা সম্পাদকের সহযোগী হিসাবে এবং তাঁর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কাজ করবেন।

১২.১১ কোষাধক্ষ্য ঃ সমিতির জন্য সংগৃহীত অর্থ কোষাধ্যক্ষ সমিতির নামে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংকে জমা রাখবেন। সমিতির আর্থিক সংগতি দিকে সর্বদা সজাগ থাকা, আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রতিটি সভায় সমিতির আর্থিক পরিস্থিতির উপর রিপোর্ট দেয়া তাঁর দায়িত্ব। নতুন কোষাধ্যক্ষের হাতে দায়িত্বতার অর্পন না করা পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকবেন, যদি সেই সময় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল বলেও ঘোষিত হয়।

১২.১২ সদস্য ঃ সদস্যগণের কোন বিভাগীয় দায়িত্ব থাকবে না। তবে তাঁরা বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত বিশেষ দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকবেন। সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁহারও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমপরিমাণ দায়িত্ব পালন করবেন। সমিতির কার্যকলাপ সম্পাদনে অধিকতর উন্নয়নে মতামত প্রদান করতে পারবেন।

ধারা ১৩। ইউনিট ও শাখা পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

১৩.১ ইউনিট ও শাখা পরিষদের চেয়ারম্যান নীতি ও গঠণতান্ত্রিক বিষয় ব্যতিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুরূপ দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য।

১৩.২ ইউনিট ও শাখা পরিষদের সম্পাদক কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের মহা-সচিবের অনুরূপ দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেবলমাত্র "ইউনিট ও শাখা পরিষদে" পালন করবেন। তিনি পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য।

১৩.৩ ইউনিট ও শাখা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান, যুগ্ম সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক এবং সদস্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ বর্ণিত অনুরূপ দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেবলমাত্র "ইউনিট ও শাখা পরিষদে" পালন করবেন। পরিষদের বর্ণিত অনুরূপ দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেবলমাত্র "ইউনিট ও শাখা পরিষদে" পালন করবেন।

ধারা ১৪। তহবিল সংগ্রহ ঃ

১৪.১ সমিতির ব্যয়ভার পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করা যাবে ঃ

১৪.১.১ সাধারণ সদস্যদের নিয়মিত এবং বিশেষ চাঁদা/ অনুদান।

১৪.১.২ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ।

১৪,১.৩ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক স্থিরকৃত কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান/ বিজ্ঞাপন/ প্রকাশনার মাধ্যমে।

ধারা ১৫। সদস্য নিবন্ধন ভর্তি ফি ও চাঁদা ঃ

১৫.১ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে নবাগত সদস্যকে অর্ন্তভূক্তি চাঁদা দিতে হবে।

১৫.২ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রত্যেক সদস্যকে বার্ষিক চাঁদা দিতে হবে।

১৫.৩ চাঁদা আদায়ের বর্ষ পহেলা জানুয়ারী থেকে একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্দিষ্ট থাকবে।

১৫.৪ সদস্যগণ বার্ষিক চাঁদা এক কিস্তিতে বা দুই কিস্তিতে জানুয়ারী ও জুলাই মাসে পরিশোধ করতে পারবেন।

১৫.৫ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রত্যেক সদস্যকে বার্ষিক কল্যাণ তহবিলে চাঁদা দিতে হবে।

১৫.৬ সমিতির যে কোন সদস্য নিম্ন বর্ণিত বয়স গ্রুপে বর্ণিত হারে এককালীন চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে সমিতির আজীবন সদস্য হিসাবে গন্য হবেন। এক্ষেত্রে এককালীন প্রদেয় টাকার অর্ধেক সাধারণ তহবিলে এবং বাকী অর্ধেক কল্যাণ তহবিলে জমা হবে।

"ক" গ্রুপ-অনুর্ধ ৩৫ বছর ঃ ১৫০০/- টাকা। ৫০০০/- টাকা।

"খ" গ্রুপ-৩৫-৪৫ বছর ঃ ১২০০/- টাকা ৪০০০/- টাকা।

"গ" গ্রুপ-৪৫ বছর ঃ ১০০০/- টাকা ৩০০০/- টাকা।

১৫.৭ আজীবন সদস্যের ক্ষেত্রে বার্ষিক চাঁদা ও বার্ষিক কল্যাণ তহবিল চাঁদা প্রযাজ্য হবে না।

ধারা ১৬। তহবিল খরচ ঃ

১৬.১ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের তহবিল খরচ ঃ

১৬.১.১ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণের এক মাসের মধ্যে সম্ভাব্য বাৎসরিক আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিভাগীয় এবং ইউনিট ও শাখা পরিষদের (বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদক এবং ইউনিট ও শাখা পরিষদের বাজেটের প্রেক্ষিতে) খরচের জন্য একটি বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করবে।

১৬.১.২ বিভাগীয় সম্পাদকগণ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তাঁর বিভাগের কোন কাজের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ কোষাধ্যক্ষের নিকট হতে গ্রহণ করবেন।

১৬.১.৩ জরুরী প্রয়োজনে প্রেসিডেন্ট/মহাসচিবের অনুমোদন সাপেক্ষে টাকা গ্রহণ বা ব্যয় করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে পরবর্তী কেন্দ্রীয় কার্যানির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

১৬.১.৪ যে কোন অনুষ্ঠানের বা কাজর জন্য ব্যয়ের হিসাব ঐ অনুষ্ঠানের পরবর্তী সভায় পেশ করবে।

১৬.১.৫ কোষাধ্যক্ষ তাঁর নিজের এবং মহা-সচিবের যুক্ত স্বাক্ষরে ব্যাংক হতে টাকা তুলে বিভাগীয় সম্পাদকদেরকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য দিবেন।

১৬.২ ইউনিট/শাখা পরিষদের তহবিল খরচ ঃ

১৬.২.১ ইউনিট/শাখা পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণের এক মাসের মধ্যে সম্ভাব্য বার্ষিক খরচের একটি বাজেট প্রস্তাব প্রণয়ন করবেন। এই বাজেট প্রস্তাব ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় কার্যানির্বাহী পরিষদে প্রেরণ করতে হবে।

১৬.২.২ কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী পরিষদের বাজেটে ইউনিট/শাখা পরিষদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে ইউনিট /শাখা পরিষদ স্থানীয়ভাবে সদস্যদের বিশেষ চাঁদা ধার্য্য করে এর সংস্থান করবেন।

১৬.২.৩ কোষাধ্যক্ষ এবং সম্পাদক যৌথভাবে সমস্ত বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবেন।

১৬.২.৪ কোষাধ্যক্ষ তাঁর নিজের এবং সম্পাদকের যুক্ত স্বাক্ষরে ব্যাংক হতে টাকা তুলে বিভাগীয় সম্পাদকের নির্দিষ্ট কাজের জন্য দিবেন।

ধারা ১৭। হিসাব রক্ষণ ও পরীক্ষা ঃ

১৭.১ কেন্দ্রীয় কার্যানির্বাহী পরিষদের হিসাবরক্ষণ ও পরীক্ষা ঃ

১৭.১.১ কোষাধ্যক্ষ সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব এমনভাবে রাখবেন যাতে তা হিসাব পরীক্ষক এবং সাধারণ পরিষদের অনুমোদন যোগ্য হয়।

১৭.১.২ কেন্দ্রীয় কার্যানির্বাহী পরিষদ সমিতির তহবিল সংক্রান্ত সকল হিসাব পরীক্ষার জন্য সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যানির্বাহী পরিষদের একজন সদস্যকে পরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ করবেন। তিনি হিসাব পরীক্ষার পর এই পরিষদে তাঁর রিপোর্ট পেশ করবেন অতঃপর ঐ পরীক্ষিত হিসাবকে সমিতির চূড়ান্ত হিসাব বলে গণ্য করা হবে।

১৭.১.৩ মহা-সচিব বার্ষিক সম্মেলনে পরীক্ষিত হিসাব পেশ করবেন। এই সংক্রান্ত যে কোন আলোচনা বা অনুন্ধানের ব্যাখ্যা কোষাধ্যক্ষ কিংবা ব্যয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি প্রদান করবেন।

১৭.২ ইউনিট/শাখা পরিষদের হিসাবরক্ষণ ও পরীক্ষা ঃ

১৭.২.১ ইউনিট/শাখা পরিষদ সমিতির তহবিল সংক্রান্ত সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষার জন্য ইউনিট/শাখা পরিষদের একজন সদস্যকে পরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ করবেন। তিনি হিসাব পরীক্ষার পর ইউনিট শাখা পরিষদে তাঁর রিপোর্ট পেশ করবেন। অতঃপর ঐ পরীক্ষিত হিসাবকে ইউনিট / শাখা পরিষদের চূড়ান্ত হিসাব বলে গণ্য করা হবে।

১৭.২.২ ইউনিট/শাখা পরিষদের পরীক্ষিত হিসাব ৩০ শে নভেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় কার্যানির্বাহী পরিষদে প্রেরণ করতে হবে।

ধারা ১৮। বিভিন্ন পরিষদের সভা ঃ

১৮.১ সাধারণ পরিষদ

১৮.১.১ সাধারণ পরিষদের সভা "সাধারণ সভা" নামে অভিহিত হবে। প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের সাধারণ সভা বার্ষিক সম্মেলন নামে অনুষ্ঠিত হবে, তবে প্রতি এক বৎসর অন্তর ডিসেম্বর মাসে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে যাকে "দ্বিবার্ষিক সম্মেলন" বলা হবে। বিশেষ অবস্থায় কেন্দ্রীয় কার্যানির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে "দ্বিবার্ষিক সম্মেলন" পরবর্তী বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিনের মধ্যে যে কোন দিন করা যাবে। তবে দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে মহাসচিব এর রিপোর্ট তার কারণে উল্লেখ করতে হবে যে কোন বিষয়ে বিধি সম্মতভাবে সাধারণ সভা অর্ন্তভূক্ত করা যাবে।

১৮.১.২ বার্ষিক সম্মেলনের আলোচ্যসূচীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত থাকবে ঃ

১৮.১.২.১ মহাসচিবের বার্ষিক কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন ও তার উপর আলোচনা।

১৮.১.২.২ পরবর্তী পঞ্জিকা বৎসরের বাজেট পেশ, তার উপর আলোচনা ও অনুমোদন।

১৮.১.২.৩ সমিতির আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তহবিলের হিসাব।

১৮.১.৩ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের আলোচ্যসূচী নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত থাকবেঃ

১৮.১.৩.১ মহা-সচিবের বার্ষিক কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন ও তার উপর আলোচনা।

১৮.১.৩.২ সমিতির আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত তহবিলের হিসাব ও পরবর্তী বৎসরের বাজেট পেশ, আলোচনা ও অনুমোদন।

১৮.১.৩.৩ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা।

১৮.১.৩.৪ নব নির্বাচিত সদস্যদের পরিচিতি।

১৮.১.৪ সাধারণ সভা সাধারণতঃ দশ দিনের নোটিশে ডাকা হবে। তবে জরুরী অবস্থায় নোটিশের সময় দুইদিন হ্রাস করা যাবে। দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের নোটিশ কমপক্ষে পনের দিন পূর্বে দিতে হবে।

১৮.১.৫ ৫০(পঞ্চাশ) জন সদস্য সমন্বয় সাধারণ সভার কোরাম নির্ধারিত হবে। কোন সভার কোরাম না হলে ঐ সভা পুনরায় আহ্বান করা হবে এবং তখন কোরাম প্রয়োজন হবে না।

১৮.১.৬ প্রেসিডেন্ট এর নির্দেশে মহা-সচিব সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। মহা-সচিব, প্রেসিডেন্ট এবং সম্পাদকবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে জরুরী অবস্থায় এই সভা আহ্বান করতে পারবেন।

১৮.১.৭ সমিতির ৫০ জন সাধারণ সদস্য বিশেষ আলোচ্যসূচীর উপর আলোচনার জন্য সাধারণ সভা আহ্বানের অনুরোধ জানালে সমিতির প্রেসিডেন্ট অথবা মহা-সচিব ঐ নির্দিষ্ট দিনে সভা আহ্বান করতে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় ঐ পঞ্চাশ জন সদস্য নিজেরাই সভা আহ্বান করতে পারবেন। এইরূপ সভা "তলবী সভা"(REQUISITION) নামে অভিহিত হবে। এই সভার কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না। তলবী সভা আহ্বানকারী ৫০(পঞ্চাশ) জন সদস্যই সভার কোরামের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

~~১৮.১.৮ বছরে অন্ততঃ দু'বার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।~~

১৮.২ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ

১৮.২.১ প্রতিমাসে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা হবে। প্রতিটি সভার ক্রমিক নং উল্লেখ থাকবে। এরুপ সভায় কোরাম পূরণ না হলে নির্ধারিত সময়ের পরে ০১ (এক) ঘন্টা কাল অপেক্ষা করা যাবে। উক্ত সময় পর্যন্ত উপস্থিত সদস্য সংখ্যাই কোরামের জন্য বিবেচিত হবে।

১৮.২.২ মহা-সচিব অন্যথায় প্রেসিডেন্ট এই সভা আহ্বান করবেন। যদি কোন মাসের এই নির্দিষ্ট সভা না হয় এবং প্রেসিডেন্ট বা মহা-সচিব এ ব্যাপারে উৎসাহী না হন তবে পরবর্তী মাসের সভা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সম্পাদক উদ্যোগ নিয়ে আহ্বান করতে পারবেন।

১৮.২.৩ সাধারণভাবে ৭ দিনের নোটিশে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করা যাবে। তবে বিশেষ প্রয়োজন ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টা নোটিশে এই পরিষদের "জরুরী সভা" আহ্বান করা যাবে।

১৮.২.৪ সাতজন সদস্যের সমবায় এই সভার কোরাম নির্ধারিত হবে।

১৮.২.৫ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের মাসিক সভা ছাড়াও প্রয়োজন মত বিভিন্ন সময়ে সভা আহ্বান করা যাবে। প্রেসিডেন্ট অথবা মহা-সচিব প্রেসিডেন্ট এর সাথে আলোচনা করে সভা আহ্বান করবেন।

১৮.২.৬ বিশেষ অবস্থায় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অধিকাংশ সদস্য যুক্তভাবে এই সভা আহ্বান করতে পারবেন।

১৮.৩ ইউনিট ও শাখা পরিষদ ঃ

১৮.৩.১ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুরূপ পরিষদসমূহের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

১৮.৩.২ পাঁচজন সদস্যের সমন্বয়ে এই সভার কোরাম নির্ধারিত হবে।

১৮.৪ **সভা পরিচালনা ঃ** সভা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সভার সভাপতির। তিনি সকলের সহযোগিতায় সভা পরিচালনা করবেন। বিতর্কমূলক বিষয়ের সিদ্ধান্ত সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের মাধ্যমে গৃহীত হবে। তবে সভার লক্ষ্য থাকবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

ধারা ১৯। নির্বাচন ঃ

১৯.১. ভোটার তালিকা :

১৯.১.১. কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ০৬(ছয়) মাস পূর্বে সমিতির সকল সদস্যকে ভোটার তালিকায় হালনাগাদকরণের বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে এবং পরবর্তী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে হালনাগাতকৃত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

১৯.১.২ কোন সদস্যের উক্ত ভোটার তালিকার উপর কোন আপত্তি থাকলে তা তালিকা প্রকাশের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে কার্যনির্বাহী পরিষদকে অবহিত করতে হবে।

১.৯.১.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ পরবর্তী ০১ মাসের মধ্যে সকল অভিযোগ/আপত্তি নিষ্পত্তিকরতঃ ০১লা ডিসেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে প্রদান করবে।

১৯.২ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন ঃ

১৯.২.১ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন প্রতি দুই বৎসর অন্তর দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের অন্ততঃ সাত দিন পূর্বে অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সমাধান করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের।

১৯.২.২ যে সব ইউনিট/শাখা ধারা ১৯.২.২ অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্বাচন পরিচালক মনোনীত করে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদকে অবহিত করতে পারবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সেই সকল শাখায় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি প্রদান করবে এবং ঐ ইউনিট/শাখা-এ নির্বাচন পরিচালককে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে ঐ স্থানের রিটানিং অফিসার নিয়োগ করবেন।

১৯.২.৩ প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রয়োজন মনে করলে অন্যান্য স্থানেও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করতে পারবেন এবং সেই স্থানে সমিতির কোন সদস্যকে রিটানিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করবেন।

১৯.২.৪ রিটানিং অফিসারগণ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবেন এবং তাদের কাজে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটানিং অফিসার নিয়োগ করতে পারবেন।

১৯.২.৫ অক্টোবর মাসে ১৫ তারিখের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সমিতির প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা করে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করবেন।

১৯.২.৬ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের পর অক্টোবর মাসের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনোনয়ন পত্র জমা দান, বাছাই ও মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার সহ ভোটের নির্দিষ্ট স্থান ও সময় সম্বলিত নির্বাচন তফসীল ঘোষণা করবেন এবং প্রচারের জন্য সমস্ত রিটানিং অফিসারদের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন।

১৯.২.৭ রিটানিং অফিসারগণ মনোনয়ন পত্র গ্রহণ বাছাই এবং প্রত্যাহার ইত্যাদি সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করে রিটানিং অফিসারগণ ঐ তালিকা ২০ শে নভেম্বরের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন।

১৯.১.৮ প্রধান নির্বাচন কমিশনার যে সব পদে একাধিক প্রার্থী থাকবে সেগুলোর জন্য গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। ব্যালট সমূহ নির্বাচনের অন্ততঃ ৭ (সাত) দিন পূর্বে রিটানিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। নির্বাচনের দিন রিটানিং অফিসারগণ গোপন ব্যালটে ভোট গ্রহণের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করবেন।

১৯.২.৯ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সকল ভোট কেন্দ্রে একই দিনে ও একই সময়ে অনুষ্ঠিত হতে হবে।

১৯.২.১০ রিটানিং অফিসারগণ ভোট গ্রহণ সমাপ্তির সাথে সাথে ভোট গণনার ব্যবস্থা করবেন এবং রিটানিং অফিসারের স্বাক্ষর সম্বলিত ভোটের ফলফল ও সমস্ত কাগজপত্র অনতিবিলম্বে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট এমনভাবে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন যাতে দ্বিবার্ষিক সম্মেলন শুরুর অন্ততঃ ৪৮ ঘন্টা পূর্বে ভোটের ফলাফল প্রধান নির্বাচন কমিশনারের হস্তগত হয়। অন্যথায় ঐ কেন্দ্রের সমস্ত ভোট বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৯.২.১১ প্রধান নির্বাচন কমিশনার সম্মেলন শুরুর একদিন পূর্বে সমিতির প্রেসিডেন্ট এর নিকট নির্বাচনের ফলাফল প্রদান করবেন।

১৯.২.১২ .১ গঠণতন্ত্রের ধারা ১.৩ এ বর্ণিত সমিতির সকল প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন নিম্নেবর্ণিত পদ সমূহে ভোট দান করবেন।

প্রেসিডেন্ট

মহা-সচিব

১৯.২.১২.২ গঠণতন্ত্রের ধারা ১.২ এ বর্ণিত (ধারা ৭.২.৪ প্রযোজ্য হওয়া সাপেক্ষে) পানি ও বিদ্যুৎ উয়িং-এর সদস্যগণ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন নিম্নেবর্ণিত পদ সমূহে ভোট দান করবেন।

দপ্তর সম্পাদক

তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক

পত্রিকা সম্পাদক

সহকারী পত্রিকা সম্পাদক

কোষাধ্যক্ষ

১৯.২.১২.৩ গঠণতন্ত্রের ধারা ১৩ এ বর্ণিত স্ব স্ব ~~প্রতিষ্ঠানের~~ উইংয়ের সদস্যগণ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে নিম্নবর্ণিত পদ সমূহ ভোট দান করবেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট

সম্পাদক

সাংগঠকি সম্পাদক

প্রচার সম্পাদক

সদস্য

১৯.২.১৩ কোন প্রার্থী কার্যনির্বাহী পরিষদের একাধিক পদে নির্বাচিত হলে তিনি একটি মাত্র পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা পরবর্তী সাত (৭) দিনের মধ্যে তিনি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী

পরিষদকে লিখিতভাবে জানাবেন। তিনি কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। ঘোষিত শূণ্যপদগুলি পূরণে নির্বাচনে ভোটের ক্রমানুসারে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি নির্বাচিত বলে গণ্য হবেন। এই প্রক্রিয়ায় পদ পূরণযোগ্য না হলে গঠণতন্ত্রের ধারা ২০.৩ অনুসরণ করতে হবে।

১৯.৩ ইউনিট ও শাখা পরিষদের নির্বাচন ঃ

১৯.৩.১ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের দিন ইউনিট ও শাখা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ইউনিট ও শাখা পরিষদের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে এই সময় ১ মাস পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে।

১৯.৩.১ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের দিন ইউনিট ও শাখা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ইউনিট ও শাখা পরিষদের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে এই সময় ১ মাস পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে।

১৯.৩.২ ১৫ই সেপ্টেম্বর এর মধ্যে ইউনিট ও শাখা পরিষদ একজন নির্বাচন পরিচালক সহ মোট ৩ ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠণ করবেন এবং ৩০ শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচন পরিচালকের ঠিকানাসহ তা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদকে অবহিত করবেন।

১৯.৩.৩ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি মনোনয়ন পত্র আহ্বান গ্রহণ ও প্রত্যাহারের তারিখ নির্ধারণ করবেন এবং নির্বাচন পরিচালনা কমিটিই নির্ধরিত তারিখে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্য্য সম্পাদন করবেন।

১৯.৩.৪ যে সকল পদে একাধিক প্রার্থী থাকবে সেই পদগুলোর নিযুক্তি গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে হবে। নির্বাচন পরিচালক পূর্বাঙেহ্নই গোপন ব্যালটে ভোটের সকল সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রাখবেন এবং নির্বাচনের দিনেই ভোট গণনার পর ফলাফল ঘোষণা করবেন।

১৯.৩.৫ ইউনিট ও শাখা পরিষদের সাধারণ সদস্যগণ ইউনিট ও শাখা পরিষদের নির্বাচনে ভোট দান করবেন।

ধারা ২০। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের বিলুপ্তি বা এর সদস্যপদ বাতিল ঃ

২০.১ মৃত্যুজনিত কারণে অথবা চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করলে অথবা সাধারণ সভায় দুই তৃতীয়াংশের অনাস্থায় এক, ততোধিক বা সকল সদস্য তাঁর/তাঁদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যপদ হারাবেন।

২০.২ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদকে পূর্বাহ্নে অবহিত না করে কোন সদস্য কার্যানির্বাহী পরিষদের পর পর তিনটি মাসিক সভায় অনুপস্থিত থাকলে সমিতির মহা-সচিব লিখিতভাবে তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবেন এবং অতঃপর দু'টি সভা অর্থাৎ সর্বমোট পর পর পাঁচটি মাসিক সভায় অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সদস্যপদ আপনা আপনিই বিলোপ হয়ে যাবে।

২০.৩ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের এক বা একাধিক পদ শূন্য হলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের পদগুলি কো-অপসনের মাধ্যমে পূরণ করবে।

২০.৪ মূল কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সাধারণ সভায় বাতিল হলে ঐ সাধারণ সভায়ই পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারিত হবে। অন্য কোন ভাবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদে বাতিল বা বিলুপ্তি হলে সমিতির যে কোন ৫০ (পঞ্চাশ) জন সাধারণ সদস্য তলবী সভা আহ্বান করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ধারা ২১ । পুনরায় ভর্তি ঃ

২১.১ কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হলে পুনরায় ভর্তি হতে গেলে উক্ত সদস্যকে সময়ে সময়ে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভর্তি ফি সহ সমস্ত বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

২১.২ তবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে যাঁরা সদস্যপদ হারাবেন তাঁরা সাধারণ পরিষদের অনুমোদন ছাড়া পুনরায় ভর্তি হতে পারবেন না।

ধারা ২২। সম্পত্তি ও ধার ঃ

২২.১ কোন সদস্যের সমিতির সম্পত্তির উপর দাবী থাকবে না।

২২.২ সাধারণ পরিষদের পূর্ব অনুমতি ছাড়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ/ইউনিট পরিষদ/শাখা পরিষদ এর কোন সদস্যের কোন ধার নেবার বা দেবার ক্ষমতা থাকবে না।

ধারা ২৩। গঠণতন্ত্রের অনুমোদন, সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন ঃ

২৩.১ প্রয়োজনবোধে গঠণতন্ত্রের সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন করা যাবে।

২৩.২ গঠণতন্ত্র সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন অনুমোদিত হবে।

২৩.৩ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠণতন্ত্রের সংশোধন প্রস্তাব সাধারণ সভায় উত্থাপন করতে পারবে।

২৩.৪ ন্যূনতম ১০০ (একশত) জন সাধারণ সদস্য গঠণতন্ত্রের যে কোন সংশোধনী প্রস্তাব পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় উত্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদকে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে পারবে। তবে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ন্যূনতম ০১ (এক) মাস পূর্বে এই প্রস্তাব করতে হবে।

ধারা ২৪। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ

সংবিধানের সাথে সংগতি রেখে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের বিধি (Rules) প্রণয়ণের ক্ষমতা থাকবে যা পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদন নিতে হবে।

০৫-০৬ জানুয়ারী ২০০৬ সনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ প্রকৌশলী সমিতির ৩৮তম বার্ষিক সম্মেলন সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত সর্বশেষ সংশোধণীসমূহ অন্তর্ভূক্ত করে গঠণতন্ত্রটি হালনাগাদ করা হয়েছে।

প্রকৌশলী খান মনজুর মোর্শেদ
মহাসচিব